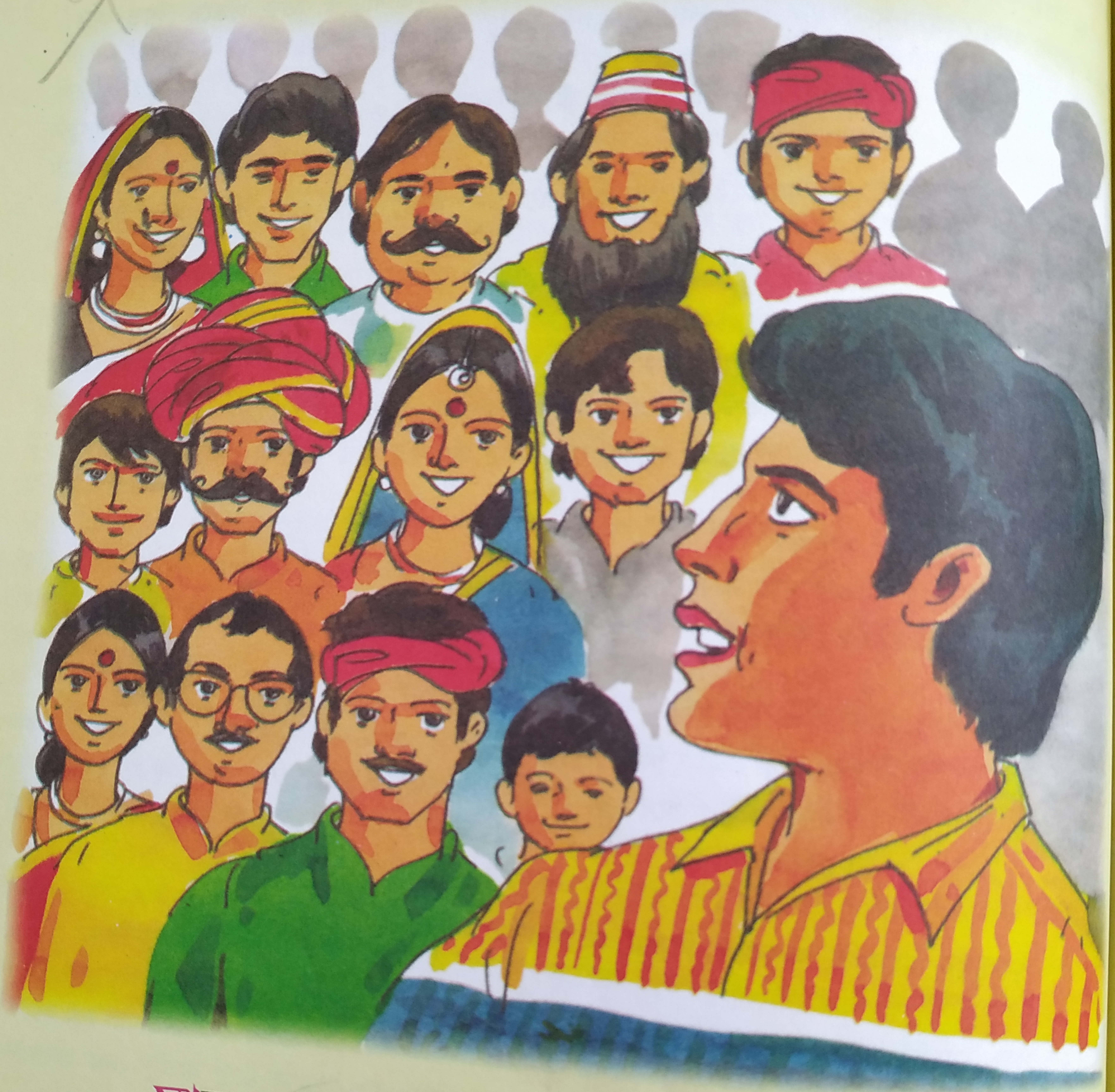


মানুষ

বিহারীলাল চক্রবর্তী



মানুষ আমার ভাই;
বড়ো প্রিয়জন
মানুষ মঙ্গল সদা
করি আকিঞ্চন।
জন্মেছি মানুষ-অঙ্গে
বেড়েছি মানুষ সঙ্গে

মানুষের সুমুখেই
হইবে মরণ;
মানুষেরই খাই, পরি,
মানুষেরই কর্ম করি
মানুষেরই তরে ধরে
রেখেছি জীবন।

কবি
দীননাথ চক্র
একটি ধার
বিহারীলাল
কবিতা লিখ
কাব্যগ্রন্থ
প্রভৃতি।
কবি
পৃথিবীতে
আমাদের
করা খাদ্য
হত না।
শব্দ
সামনেই
বু
এই পৃথি
যোগাযে
তাই মান
২
মাতা-পিতা
সাহায্য
নিয়েই
কবি
কবিতা

■ **কবি-পরিচিতি :** বিহারীলাল চক্রবর্তী : জন্ম : ২১শে মে, ১৮৩৫ খ্রিঃ; মৃত্যু : ২৪শে মে, ১৮৯৪ খ্রিঃ। পিতা : পীতাম্বর চক্রবর্তী। বিহারীলাল আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের এক বিশিষ্ট কবি। বাংলায় তিনিই প্রথম বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার একটি ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর লেখা কবিতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তাই বিহারীলালকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। স্কুল-কলেজে বেশি লেখাপড়া করেননি তিনি, কিন্তু অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজি—তিন ভাষারই সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর। অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ‘বঙ্গদর্শন’, ‘সংগীত-শতক’, ‘সারদামঞ্জলি’, ‘বঙ্গসুন্দরী’, ‘নিসর্গসন্দর্শন’ প্রভৃতি।

■ **কবিতার মূল ভাব :** এই কবিতায় কবি মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার কথা ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীতে অজস্র জীবজন্তু ও প্রাণী রয়েছে, কিন্তু মানুষের চেয়ে আপন আমাদের কাছে আর কেউ নেই। মানুষের অঙ্গে আমাদের জন্ম, মানুষের সঙ্গে আমরা বেড়ে উঠি, আবার মানুষের সামনেই আমাদের মৃত্যু হবে। মানুষেরই তৈরি করা খাদ্য ও বস্ত্র ব্যবহার করে আমরা জীবনধারণ করি। মানুষের সাহায্য না পেলে বেঁচে থাকাই আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। তাই আমরা সব সময়েই মানুষের মঙ্গল কামনা করি।

■ **শব্দার্থ :** প্রিয়ধন—প্রিয় বস্তু। **মঙ্গল**—কল্যাণ। **সদা**—সর্বদা। **আকিঞ্চন**—কামনা। **অঙ্গে**—শরীরে। **সুমুখেই**—সামনেই। **মরণ**—মৃত্যু। **তরে**—জন্য।

■ **বুঝে নাও :** ১. **মানুষ আমার ভাই/বড়ো প্রিয়ধন**—এই পৃথিবী অজস্র জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গে পূর্ণ। মানুষও এই পৃথিবীতে বসবাসকারী একটি প্রাণী। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তার যত না যোগ, তার চেয়ে অনেক বেশি তার যোগাযোগ মানুষের সঙ্গে। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে মানুষই মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়, অন্য কোনো প্রাণী নয়। তাই মানুষই এ পৃথিবীতে মানুষের প্রিয় ধন, সবচেয়ে আপনার।

২. **বেড়েছি মানুষ সঙ্গে**—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর থেকে মানুষ তার পাশে সব সময়ই পায় মানুষকে। মাতা-পিতা, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, শিক্ষক—যে রূপেই এঁরা শিশুর পাশে থাকুন, এঁরা সকলেই মানুষ। এঁদের সাহায্য ছাড়া অসহায় নবজাতকের বেড়ে ওঠা এবং বড়ো হওয়া সম্ভব নয়। এঁদের মধ্যে থেকে এবং এঁদের সাহায্য নিয়েই ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠতে থাকি আমরা। মানুষ তাই আমাদের এত প্রিয়।

■ **ব্যাকরণ শেখো :** ১. **সদা** (সর্বদা), **সুমুখে** (সামনে), **আকিঞ্চন** (কামনা), **তরে** (জন্য)—প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র কবিতাতেই ব্যবহৃত হয়।

২. এই কবিতায় ব্যবহৃত ‘মঙ্গল’ এবং ‘কর্ম’ শব্দদুটি দেখো। এদের একাধিক অর্থে ব্যবহার করা যায়। যেমন—

- মঙ্গল**— ১. মঙ্গলবার আমাদের বিদ্যালয় ছুটি থাকবে। (বারের নাম)
২. তোমাদের সকলের মঙ্গল হোক। (কল্যাণ)
- কর্ম**— ১. প্রত্যেকেই নিজের কর্ম করতে হবে। (কাজ)
২. সবই আমাদের কর্মফল। (ভাগ্য)

মূল্যায়ন প্রশ্নাবলি

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি :

১. কবিতাটির মূল ভাব কী? কবি এর পেছনে এই কবিতায় যে কারণগুলি দেখিয়েছেন, সেগুলির উল্লেখ করো।

২. 'বেড়েছি মানুষ সঙ্গে'—কবির এই উক্তি যে সাহায্য, তা বিবৃত করো।
- সাহায্য পেয়েছ, তা বিবৃত করো।
- ◆ সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলি :
১. কবিতাটির মূল ভাব বিবৃত করো।
 ২. মানুষের প্রতি আমাদের কর্তব্য কী?
 ৩. 'মানুষ আমার ভাই;/বড়ো প্রিয়জন'—কবি মানুষকে 'ভাই' এবং 'প্রিয়জন' বলেছেন কেন?
 ৪. 'মানুষেরই তরে ধরে/রেখেছি জীবন'—কবির এই উক্তির কারণ বুঝিয়ে দাও।
- ◆ অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলি :
১. কবি সর্বদা কী কামনা করেন?
 ২. কার সাহায্য পেয়ে আমরা বড়ো হয়ে উঠি?
 ৩. জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা কাদের সাহচর্য সবচেয়ে বেশি পাই?
- ◆ নৈব্যক্তিক ও ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলি :
১. নীচের শব্দগুলির অর্থ লেখো :
সদা, আকিঞ্চন, তরে, মঙ্গল, সুমুখে, প্রিয়জন, মরণ, কর্ম, অঙ্গা।
 ২. এই কবিতায় ব্যবহৃত পাঁচটি ক্রিয়াপদের উল্লেখ করো।
 ৩. কবিতা থেকে শব্দ নিয়ে মিল করে লেখো :
প্রিয়জন, আকিঞ্চন, অঙ্গা, মরণ, পরি, ভাই।
 ৪. নীচের শব্দগুলির সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা করো :
কর্ম, জীবন, মানুষ, মঙ্গল, অঙ্গা, মরণ, ভাই।
 ৫. নীচের শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখো :
সদা, সুমুখে, তরে, আকিঞ্চন, মরণ।
 ৬. সঠিক বক্তব্যের পাশে '✓' চিহ্ন ও ভুল বক্তব্যের পাশে 'x' চিহ্ন দাও :
(ক) পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে আপন জন আমাদের কাছে আর কেউ নেই।
(খ) মানুষও এক ধরনের প্রাণী।
(গ) মানুষের সাহায্য ছাড়াই আমরা বড়ো হয়ে উঠি।
(ঘ) আমাদের চারপাশে মানুষের চেয়ে বেশি থাকে গৃহপালিত প্রাণী।
(ঙ) মানুষের সামনেই আমরা বড়ো হয়ে উঠি।

☐
☐
☐
☐
☐
☐